দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... NOV. 14 1999
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৭ ......

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখের রাস্তা

গত ১৩ই নভেম্বর ইত্তেফাকে পড়িলাম, ঢাকার যানজট নিরসনে 'ওয়ান ওয়ের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক স্থানে বিশেষ করিয়া স্কুল-কলেজের সম্মুখে যানজট এত অধিক হয় যে, ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সময়মত স্কুলে পৌছানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। রাস্তায় নামিয়া দ্রুত হাঁটিয়া যাওয়ার ফলে কখনো রিক্সার সহিত ধাক্কা খাইতে হয়। আবার অনেক সময় পায়ের উপর দিয়াও রিক্সা চলিয়া যায়। তবুও সময়মত পৌছাইবার জন্য রাস্তায় নামিয়া পড়িতে হয়। 'লিটল জুয়েলস্' স্কুল পুরানা পল্টনে অবস্থিত। ইহা অনেক পুরাতন এবং এখানে ইংরেজী ও বাংলা দুই মাধ্যমেই শিক্ষা প্রদান করা হয়। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। স্কুলের সম্মুখের রাস্তাটি প্রশস্ত না হওয়ার ফলে এখানে সকালে অসম্ভব যানজট সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে দুর্ভোগের সীমা-পরিসীমা থাকে না। সকালে বিশেষ করিয়া স্কুলের সময় এই রাস্তা কিছুদিন ওয়ান ওয়ে করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে পুনরায় সকলকেই দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এমতাবস্থায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, সকাল সাতটা হইতে নয়টা অন্তত এই দুই ঘন্টা রাস্তাটি ওয়ান ওয়ে করার ব্যবস্থা নেওয়া হউক। এই সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্কুলের প্রবেশপথে রাস্তার মোড়ে অনেকটা জায়গা ভাঙ্গা এবং সেখানে বিরাট গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে আবার আবর্জনার স্তূপ দেখা যায়। তাই এই রাস্তায় আসিয়া নাকে কাপড় দিতে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঐ গর্ত ডিঙ্গাইয়া আসিতে হয়, যাহার ফলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাহা ছাড়া বর্ষার সময় রাস্তায় বৃষ্টির পানি জমিয়া এমন অবস্থা হয় যে, হাঁটিয়া যাতায়াত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রায়শঃই বিভিন্ন স্থানে রাস্তা মেরামতের দৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু এই স্কুলের আশেপাশের রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নাই। এমতাবস্থায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশের রাস্তা মেরামতের জন্য অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনৈক অভিভাবক